গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টাস্কফোর্স
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ন অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	শাজাহান খান, এমপি মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ	ঃ	২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮
সময়	ঃ	সকাল ১১:৩০ টা
সভার স্থান	ঃ	এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ ।
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি সভায় উপস্থিত জনাব শামসুর রহমান শরীফ, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জনাব নসরুল হামিদ, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সিনিয়র সচিব/সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সভায় আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি শুরুতে বিগত ৩৬তম সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে কারো আপত্তি না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর তিনি যুগ্ম-সচিব (টাস্কফোর্স)-কে বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে তিনি তা সভায় উপস্থাপন করেন। অত:পর সভাপতি এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের মতামত আহবান করেন।

২.১। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ বলেন, ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে সীমানা পিলার চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। ৯৭০০ পিলারের মধ্যে প্রায় অর্ধেক পিলার চিহ্নিত করা হয়েছে। বাকী অর্ধেক পিলার চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হচ্ছে। এসব পিলার নদীর ফোরশোর সীমানার মধ্যে নাই। সীমানা পিলার স্থাপন কাজে ঢাকা জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএ'র মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন কর্তৃক ফোরশোর চিহ্নিত করে বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে হস্তান্তর করা হলেও জেলা প্রশাসন বর্তমানে শুধুমাত্র সিএস ও আরএস অনুসারে জরীপ পূর্বক সীমানা পিলার স্থাপন করতে চাচ্ছে। সিএস ও আরএস অনুসারে জরীপ করা হলে নদীর স্বার্থ রক্ষা হবে না। কেননা এতে বর্তমানে স্থাপিত সীমানা পিলারসমূহ ১০০-২০০ ফুট নদীর দিকে নামিয়ে ফেলতে হবে। তিনি আরও বলেন, হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ কর্তৃক দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-৩৫০৩/২০০৯-এর আদেশে নদী সীমানা নির্ধারণে সকল কিছু (সিএস, আরএস, নদীর তীর, ফোরশোর, লো-ওয়াটার, হাই ওয়াটার, নদীর বেড, শিকস্তি, পয়স্তি, বন্দর সীমা ইত্যাদি) বিবেচনার নির্দেশনা থাকলেও সে বিষয়গুলো বিবেচনা না করে শুধুমাত্র সিএস ও আরএস ম্যাপ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট নদীগুলো সীমানা জরিপ সম্পন্ন করাকে একমাত্র নির্দেশনা মনে করায় যেমন জটিলতা দেখা দিয়েছে তেমনি নদী ছোট হতে আরও ছোট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমানা পিলার চিহ্নিত না করলে আদালত অবমাননার সম্মুখীন হতে হবে। আবার নদীর বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী সিএস/আরএস অনুসরণ করাও যাচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, সীমানা পিলার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে কোন সমস্যা হচ্ছে না। তিনি জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করেন যেন সীমানা পিলার চিহ্নিত করার কাজে বিআইডব্লিউটিএকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। তিনি আরো বলেন, সিদ্ধান্ত আছে, প্লাবনভূমিও রক্ষা করতে হবে।

২.২। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক বলেন, ঢাকার চারদিকের ৪টি নদীসহ কর্ণফুলী নদীর দখল দূষণ রোধকল্পে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্বলিত মাস্টার প্ল্যান হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, খালসমূহ পুনঃখননকালে hazardous toxic substance পাওয়া যাচ্ছে। এ জন্যে দীর্ঘমেয়াদী মাস্টার প্ল্যান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ১১০টি ইটিপি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জায়গা না থাকায় ইটিপি স্থাপনা করা কঠিন। এর বিকল্প হিসেবে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানান্তর করতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে ইটিপি চালু রাখে না সেগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো বলেন, সাভারে ট্যানারী শিল্প স্থানান্তরিত

হলেও ইটিপি কার্যকর করা যাচ্ছে না। ১০৫টি ট্যানারীর মধ্যে ৮০টির আবেদন পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত ৬৮টিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের প্রতিনিধি বলেন যে, ট্যানারী শিল্প সাভারে স্থানান্তর করেও কাংক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। নদী দূষণ কমছে না। আদালতের আদেশ ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এতে শুধু সময় অপচয় হচ্ছে, কাজ হচ্ছে না।

২.৩। চেয়ারম্যান, নদী রক্ষা কমিশন বলেন, ৬৬ টি খালের মধ্যে ২৬টি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি খাল অবৈধ স্থাপনামুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খালগুলোর প্রকৃত অবস্থান অনুযায়ী সকল খাল মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, খালসমূহের প্রকৃত মালিক ভূমি মন্ত্রণালয়। পক্ষে জেলা প্রশাসকগণ দায়িত্ব পালন করছেন। এ খালসমূহ মুক্ত করার জন্য ভূমিমন্ত্রণালয়ের ০১ জন অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, নদীকে রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। নদী রক্ষার কাজে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রয়োজনে তাকে খাস জমিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। নদীর সীমানার মধ্যে স্থাপনা নির্মাণ তো প্রায়শ:ই হচ্ছে। কিন্তু নদীর জমি কাউকে বরাদ্দ দেয়া যাবে না। আপত্তিকৃত পিলারসমূহের জরিপ কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ বলেন, অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করা যাচ্ছে না। এমনকি ফতুল্লার দিকে নদী সংলগ্ন এলাকায় ০৫ থেকে ১০ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিআইডব্লিউটিএ বন্দোবস্ত নিয়ে অন্য সংস্থাকে বন্দোবস্ত দিতে পারে না। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ বলেন, নদীর তীরবর্তী এলাকায় স্থাপনা নির্মাণ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ধলেশ্বরী নদী ০১ বছর আগেও ভাল ছিল কিন্তু বুড়িগঙ্গার দূষণ ধলেশ্বরীতে গড়িয়েছে। নদীর দূষণ রোধ কল্পে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন করা দরকার।

২.৪। সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় বলেন, টাস্কফোর্সের ইতঃপূর্বেকার সভায় ঢাকা শহরের খালগুলোকে প্রবাহমান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি ঢাকা ওয়াসার উপস্থিত প্রতিনিধির নিকট অগ্রগতি জানতে চাইলে চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ঢাকা ওয়াসা জানান, খালগুলো প্রবহমান করার উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, এ কাজে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। আর্থিক বরাদ্দ পেলে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তায় খালগুলো পুনরুদ্ধারসহ প্রবাহ ফিরিয়ে আনা হবে। এ প্রসংগে বলেন, খালের বা নদীর জায়গায় অবৈধ স্থাপনা গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মূল করা না হলে নদী বা খালে বিল্ডিং/স্থাপনা নির্মিত হয়ে গেলে তখন ব্যবস্থা নিতে গেলে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়। তিনি আরো বলেন, বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণে ৫০০ জনবলের একটি টীম গঠন করা যেতে পারে। তাদের কাজ হবে নদীতে কোথায় দখল ও দুষণ হচ্ছে তা প্রতিনিয়মত মনিটরিং করা। মাননীয় মন্ত্রী এ বক্তব্যের সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করে বলেন, জনবল সৃষ্টির পাশাপাশি যানবাহন ও জলযানেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৫। শিল্প সচিব বলেন, শুধুমাত্র ট্যানারীর মাধ্যমেই নদী দূষণ হচ্ছে না, অন্যান্য শিল্প-কারখানা এবং মনুষ্য বর্জ্যের কারণেও নদী দূষণ হচ্ছে। বুড়িগঙ্গাতে ট্যানারী দূষণ ছিল ৩০% এবং অন্যান্য কারণে দূষণ ছিল ৭০%। তিনি আরও বলেন, সাভারের ট্যানারী নগরীর সিইটিপিতে কিছু ত্রুটি রয়েছে যা ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা চলছে। এ কাজে আরও ২-৩ মাস সময় লাগবে। মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সাভারে সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেন্টের বিষয়টি পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত ছিল না। এখন তা পরিকল্পনায় নেয়া হয়েছে। সাভার লেদার শিল্প নগরীর পিডি বলেন, স্ল্যাগ ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা সেখানে নেই। মাননীয় সভাপতি বলেন, সাভারের প্রজেক্টটি সঠিকভাবে করা হয়নি। এতে অনেক ত্রুটি রয়েছে। আর ২-৩ মাস পরে প্রজেক্টের কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, সবকিছু সঠিকভাবে বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে ফাইনাল বিল পরিশোধ করা হতে বিরত থাকতে হবে।

২.৬। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৬০ সনের ম্যাপের এখন আর বাস্তবতা নেই। সে ম্যাপ অনুসরণ করা হলে অনেক বিল্ডিং, ফ্যাক্টরী ও স্থাপনা ভাংতে হবে। যেখানে এখনও কোন স্থাপনা নির্মিত হয় নাই সেখানে ফোরশোর কার্যকরী করা যেতে পারে। নদী তীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠা স্থাপনার বিষয়ে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে হবে। বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠা এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেয়া কঠিন। বিআইডব্লিউটিএ বাধা প্রদান না করায় এসব গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, নদীর তীর বাঁধাই করলে দখল বন্ধ হবে। তবে Walkway নির্মাণ করে দখল রোধ করা যাবে না। তিনি অরো বলেন, কোন জায়গায় ফোরশোর অনুযায়ী নদী চিহ্নিত হবে, কোথায় ওয়াকওয়ে হবে এবং যেখানে বিল্ডিং ও স্থাপনা হয়ে গেছে সেখানে কতটুকু ছাড় দেয়া হবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। তিনি

বলেন, ইতোমধ্যে কিছু সংখ্যক কলকারখানা গড়ে ওঠেছে যেগুলোতে ইটিপি স্থাপনের কোন জায়গা নেই। ট্যানারীর ন্যায় ৭-৮ বছর সময় দিয়ে এসকল কল-কারখানা সরকার কর্তৃক চিহ্নিত ও উন্নয়নকৃত ইকোনমিক জোনে স্থানান্তর করতে হবে। মাননীয় সভাপতি এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।

২.৭। মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বলেন, কোন খাল কতটুকু খনন হয়েছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রয়োজন। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন, ওয়াসা, বিআইডব্লিউটিএ, নদী রক্ষা কমিশন সকলের দায়িত্ব অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ শুরুর পূর্বেই বাধা দেওয়া। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জেলা প্রশাসকগণের সাথে কথা বলে মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে টিম গঠন করে দিতে পারেন। সচিব মহোদয় নিজেও এ বিষয়ে সরোজমিনে পরিদর্শন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, ঢাকা মহানগরী ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে আর কোন ফ্যাক্টরী অনুমোদন দেয়া যাবে না। বিদ্যমান ইন্ডাষ্ট্রিগুলো সার্ভে করে ক্যাটাগরী নির্ধারণ করতে হবে। কোন ফ্যাক্টরী কী ধরনের বর্জ্য ফেলছে, কী পরিমাণ গ্যাস-বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে, কী উৎপাদন করছে, ক্যাপাসিটি কত ইত্যাদি চিহ্নিত করে এগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

২.৮। সভাপতি বলেন, টাস্কফোর্স কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ এর নেতৃত্বে পৃথক পৃথক টীম গঠন করে খালগুলো পরিদর্শনের দায়িত্ব দিতে হবে। প্রতিটি কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তিনি খাল দখল-দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনরূপ জেল-জরিমানা করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে ঢাকা ওয়াসার চীফ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, তা করা হয়নি। সভাপতি বলেন, জেল-জরিমানা না করলে এ কাজ কোনদিনও বন্ধ হবে না। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি খাল আমাদের পরিদর্শন করা প্রয়োজন। নদী সংক্রান্ত সমস্যা একদিনে সৃষ্টি হয়নি, সুতরাং একদিনেই তা সমাধান সম্ভব নয়। টাস্কফোর্সের উদ্যোগে ইতোমধ্যে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। এখনও যে সকল সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে তা অচিরেই সমাধান হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আপত্তিকৃত জায়গাগুলোতে যেন স্থাপনা গড়ে না ওঠে সে বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ ও জেলা প্রশাসকগণকে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি চলমান জরীপ কাজও চালিয়ে যেতে হবে।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন
০১.	ঢাকা মহানগরে দখলকৃত খালসমূহ উদ্ধার করতে হবে এবং ইতোমধ্যে উদ্ধারকৃত যেসব খালের উভয় পাড় পাকা করা হয়েছে সেসব খাল পুনঃদখল, ভরাট রোধ করতে সরজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা। ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ এবং গাজীপুর।
০২.	নদীর অবস্থান চিহ্নিতকরণ ও সীমানা পিলার স্থাপনের ক্ষেত্রে সিএস, আরএস ও ফোরশোর অনুসরণের বিষয়ে পৃথক একটি সাইট সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে; পাশাপাশি চলমান জরীপ কাজও অব্যাহত থাকবে;	১। চেয়ারম্যান, রাজউক ও BIWTA. ২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
০৩.	চলমান জরীপ কাজ এবং পিলার স্থাপন ও স্থাপিত আপত্তিকর পিলার পুনঃস্থাপনের কাজ অব্যাহত থাকবে।	১। চেয়ারম্যান, BIWTA. ২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর। ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/ মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৪। নৌ পুলিশ।
০৪.	নদীর দখল-দূষণের বিষয়টি প্রতিনিয়ত মনিটরিং করার লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির প্রস্তাব এবং তাদের ব্যবহারের জন্য যানবাহন ও জলযান ক্রয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;	১। চেয়ারম্যান, BIWTA. ২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
০৫.	জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিনিয়ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে নদী-খাল দখল ও দূষণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জেল/জরিমানা করবে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/ মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৩। চেয়ারম্যান, বিসিক।

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন
০৬.	ঢাকা শহরের খালগুলো পরিদর্শনের জন্য টাস্কফোর্সে অন্তর্ভূক্ত মাননীয় মন্ত্রীগণকে প্রধান করে পৃথক পৃথক টীম গঠন করে দিতে হবে; এ টীমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণও অন্তর্ভূক্ত থাকবেন; টীমের সাথে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাখতে হবে। খালসমূহ পরিদর্শন করে পরবর্তী সভার আগেই প্রতিবেদন দিবেন।	১। টাস্কফোর্সের সন্মানিত সদস্যগণ ২। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা। ৩। চেয়ারম্যান, BIWTA. ৪। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। ৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।
০৭.	সাভারে ট্যানারী শিল্পের ইটিপি নিয়ে যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধাণের ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্পূর্ণ কাজ বুঝে না নিয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ফাইনাল বিল প্রদান করা হতে বিরত থাকার অনুরোধ করা হলো।	১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ২। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮.	ঢাকা মহানগরের ৪৬টি খালের মধ্যে ২৬টি চিহ্নিত করা গেছে। এর মধ্যে ১৩টি খাল উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু করতে হবে। টাস্কফোর্স প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবে।	১। BIWTA ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা। ৩। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
০৯.	নদীর তীরে নির্মাণাধীন ভবনের নির্মাণ কাজ স্থগিত করতে হবে।	১। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর। ২। BIWTA ৩। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)।
১০.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমাম ও কর্মকর্তাদের সাথে নদীতে স্থাপিত মসজিদ সংক্রান্ত বৈঠক অব্যাহত থাকবে। পুনঃ স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ/প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	১। চেয়ারম্যান, BIWTA ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৩। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১১.	দিনে-রাতে সবসময় সব ইটিপি চালু রাখা ও নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইটিপি স্থাপন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা যাচ্ছে না সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জোনে স্থানান্তর করতে হবে।	১। পরিবেশ অধিদপ্তর। ২। চেয়ারম্যান, BIWTA ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৪। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।
১২.	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনসহ ৮টি বিভাগীয় শহরে নতুনভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না। নতুনভাবে শিল্প কারখানা নির্মাণ করতে হলে সরকার কর্তৃক চিহ্নিত/উন্নয়নকৃত ইকনোমিক জোনে নির্মাণ করতে হবে।	১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়। ২। বেজা (বিনিয়োগ বোর্ড)। ৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)। ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ২৮/০২/২০১৮ ইং
(শাজাহান খান, এমপি)
মাননীয় মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, টাস্কফোর্স।

নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৭-৪৮৮

তারিখ ঃ ১৬ ফাল্গুন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ খৃষ্টাব্দ

বিতরণ ঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

০১। মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) মাননীয় সভাপতি, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ইস্টার্ণ হারমনি, এপার্টমেন্ট-এ/১০৩,বাসা নং-১১/এ, রোড নং-৭১, গুলশান-২,ঢাকা-১২১২।
০২। জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, মাননীয় সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ভবন নং-০৬, রুম নং-২০৪, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
০৩। বেগম সানজিদা খানম, মাননীয় সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত আসন), ১৭২২, হাজী কে আলী রোড, পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪।
০৪। এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,ঢাকা-১০০০।
০৫। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৯। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০।
১০। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, সড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
১৮। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সার্বক্ষণিক সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
১৯। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
২০। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
২১। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
২২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, (বিসিক), মতিঝিল, ঢাকা।
২৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, সাত রাস্তা মোড়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
২৪। মহাপরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩,মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা), ঢাকা-১০০০।
২৫। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
২৬। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
২৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
২৮। মহাপরিচালক, র‍্যাব, সদর দপ্তর, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
২৯। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ।
৩০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
৩১। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
৩২। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩৩। মাননীয়মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয়সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়
৩৪। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৫। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৬। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৩৭। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৮। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৯। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৪০। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৪১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়

[মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিতকরণের অনুরোধসহ]

৪২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী/পাবনা/চট্টগ্রাম।
৪৩। জেলা পুলিশ সুপার, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী।
৪৪। প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী, ১৩৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৪৫। জনাব আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন (পবা), ৫৮/১, কলাবাগান ১ম লেইন, ঢাকা-১২০৫।
৪৬।সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ারস এসোসিয়েশন(বেলা),বাড়ীনং-১৫/এ(৪র্থ তলা),রোড নং-৩,ধানমন্ডি,ঢাকা
৪৭। ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ৯/১২, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
৪৮। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯। সচিব (যুগ্মসচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), ১১৬,নয়াপল্টন,ঢাকা-১০০০।
৫০। পরিচালক (পরিবীক্ষণ), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), ১১৬,নয়াপল্টন,ঢাকা-১০০০।
৫১। উপসচিব (প্রশাসন-১/টাস্কফোর্স শাখা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৫২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৪। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। [বিষয়টি ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
৫৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬। যুগ্মসচিব (প্রশাসন/টাস্কফোর্স) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৮/২/১৮

(মোঃ কুতুব উল আলম)
সহকারী সচিব
ফোন নং ৯৫৪৫৭১৬।